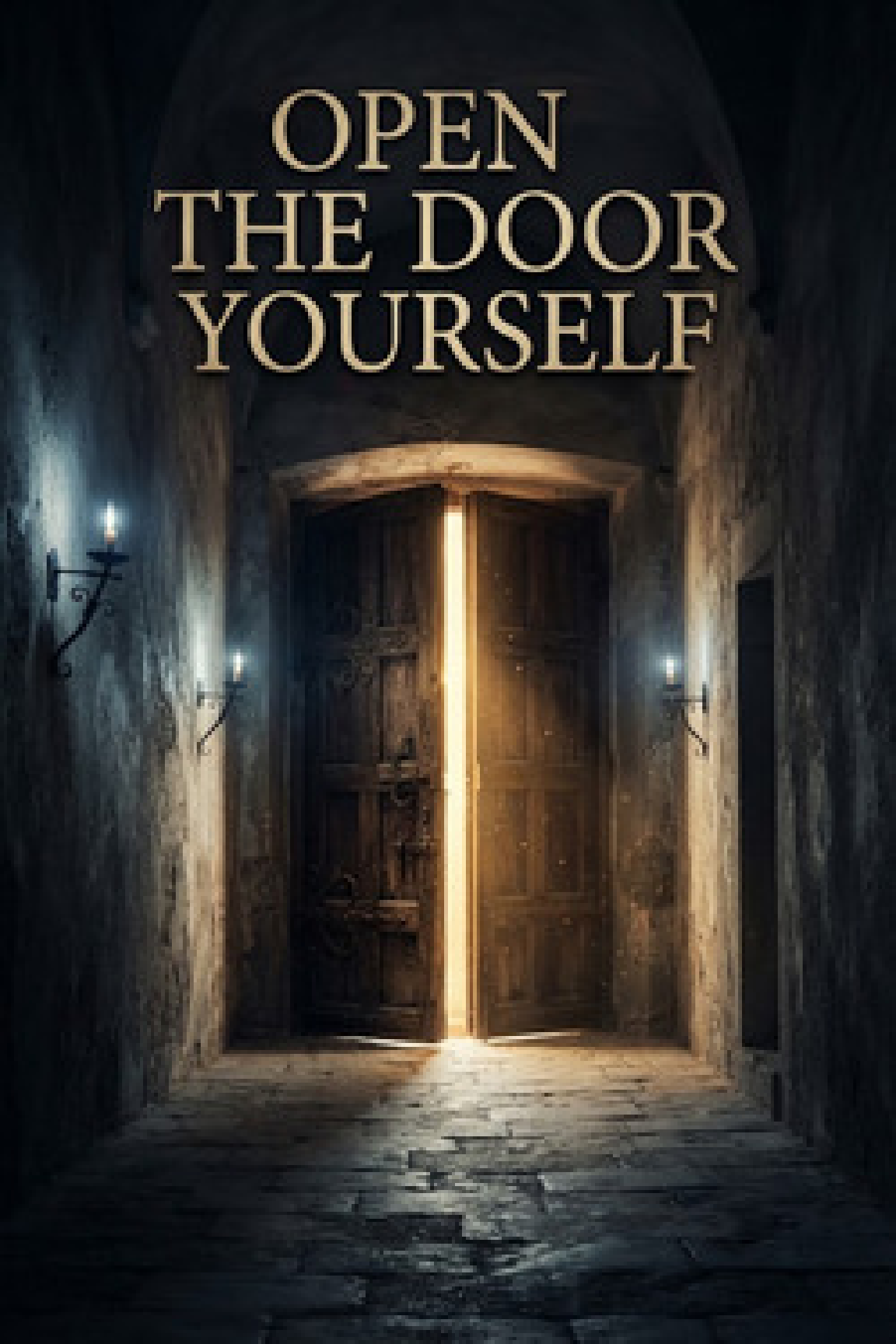

OPEN
THE DOOR
YOURSELF

## চৌকাঠ 5
## নিজেই দরজা খোলো

একটা অদ্ভুত অভ্যাস অনেক মানুষের সারা জীবন সঙ্গে থাকে।

তারা অপেক্ষা করে।

তারা সঠিক মুহূর্তের অপেক্ষা করে।

তারা সঠিক সুযোগের অপেক্ষা করে।

তারা স্বীকৃতির অপেক্ষা করে।

তারা অপেক্ষা করে, কেউ এসে বলুক যে তারা তৈরি।

তারা এমন এক অদৃশ্য অনুমোদনের অপেক্ষা করে, যা প্রায় কখনও আসে না।

বছরের পর বছর আমি দেখেছি অসাধারণ নারী-পুরুষ নিজেদের সম্ভাবনার চৌকাঠে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

প্রতিভার অভাব ছিল বলে নয়।

বুদ্ধির অভাব ছিল বলে নয়।

বরং তারা অনুমতির অপেক্ষায় ছিল বলে।

এমন কেউ, যে বলবে:

“যাও।”

“এবার তুমি পারো।”

“তোমার অনুমতি আছে।”

জীবন খুব কমই এভাবে চলে।

বলা ভালো, প্রায় কখনও নয়।

পিছনে তাকিয়ে দেখি, আমার জীবনের সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্তেরই আগে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

একটিরও না।

যখন নতুন কিছু শুরু করেছি, আমি তৈরি ছিলাম না।

যখন পথ বদলেছি, আমার হাতে সব তথ্য ছিল না।

যখন নিজের চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মেনে নিয়েছি, আমার কোনো গ্যারান্টি ছিল না।

আমার ছিল শুধু একটাই বিশ্বাস।

স্থির থেকে যাওয়াটা আরও খারাপ হত।

যাপিত জীবন আর দেখা জীবনের ফারাক প্রায়ই ওখানেই।

যে মুহূর্তে একজন মানুষ ভবিষ্যতের কাছে অনুমতি চাওয়া বন্ধ করে।

তরুণ বয়সে আমরা ভাবি, আমাদের হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বে কিছু মানুষ আছে।

শিক্ষকরা।

কর্তারা।

প্রতিষ্ঠানগুলো।

কর্তৃপক্ষ।

সময়ের সঙ্গে আমরা আবিষ্কার করি, সেই মানুষগুলোও ঠিক সেই রহস্যেরই মুখোমুখি, যার মুখোমুখি আমরা।

কারও হাতে সম্পূর্ণ মানচিত্র নেই।

কেউ সত্যিই জানে না শেষটা কী।

প্রত্যেকেই নিজের গল্পের একটা অংশ চলতে চলতে গড়ে নিচ্ছে।

এই আবিষ্কার ভয় ধরাতে পারে।

কিংবা মুক্তি দিতে পারে।

আমার জন্য এটা ছিল মুক্তি।

কারণ এটা আমাকে দায়িত্ব নিতে বাধ্য করেছিল।

দায়িত্ব একটা কৌতূহলজনক শব্দ।

অনেকে একে ভারের সঙ্গে জোড়ে।

আমি একে জুড়ি স্বাধীনতার সঙ্গে।

যতক্ষণ অন্য কেউ তোমার হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, ততক্ষণ তুমি সবসময় দোষটা তার ঘাড়ে চাপাতে পারো।

যখন তুমি নিজে সিদ্ধান্ত নাও, আর কোনো অজুহাত থাকে না।

থাকো শুধু তুমি।

আর তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, সেটা।

এমন মুহূর্ত এসেছে, যখন হাল ছেড়ে দেওয়াটা অনেক সহজ হত।

যেখানে ছিলাম, সেখানেই থেকে যাওয়া।

ঝুঁকি না নেওয়া।

নিজেকে উন্মুক্ত না করা।

না বদলানো।

প্রতিটি পথেই এই মোড়গুলো থাকে।

তারা কোনো ঘোষণা ছাড়াই আসে।

একটা দরজা খোলে।

আমাদের একটা অংশ সেটা পেরোতে চায়।

আরেকটা অংশ পালাতে চায়।

কারণ বদলের একটা দাম সবসময়ই থাকে।

সেই মুহূর্তটা কেউ দেখে না।

বাইরে থেকে সবকিছু সহজ মনে হয়।

ভিতর থেকে সেটা একটা যুদ্ধ।

পৃথিবীর বিরুদ্ধে নয়।

নিজেদেরই বিরুদ্ধে।

ভুল করার ভয়ের বিরুদ্ধে।

যোগ্য না হওয়ার ভয়।

বিচারের ভয়।

যা আছে তা হারানোর ভয়।

আমি শিখেছি, ভয় খারাপ পরামর্শদাতা কিন্তু চমৎকার নির্দেশক।

প্রায়ই সে ঠিক সেই দিকটাই দেখায়, যেদিকে আমাদের খোঁজ করা উচিত।

সেটা আরামদায়ক বলে নয়।

কারণ সেখানেই বেড়ে ওঠা লুকিয়ে থাকে।

যে অভিজ্ঞতাগুলো আমার জীবন বদলে দিয়েছে, সেগুলো আরামের ছিল না।

সেগুলোর কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

সেগুলো ঝুঁকিমুক্ত ছিল না।

সেগুলো ছিল শুধু জরুরি।

এক পর্যায়ে বেছে নিতেই হয়।

হয় অনুমতি চেয়ে যাওয়া যায়।

নয়তো বাঁচতে শুরু করা যায়।

দুটো জিনিস খুব কমই একসঙ্গে ঘটে।

আমি এমন মানুষ দেখেছি, যাদের সব যোগ্যতা ছিল, অথচ কোনোদিন পথে নামেনি।

আর অন্যদের দেখেছি, যাদের প্রায় কিছুই ছিল না, তবু তারা মহাদেশ পেরিয়েছে, প্রতিষ্ঠান গড়েছে, রোগের মুখোমুখি হয়েছে, নিজেদের অস্তিত্ব নতুন করে গড়ে নিয়েছে।

তফাতটা জীবনবৃত্তান্তে ছিল না।

তফাতটা ছিল মনোভাবে।

শেষোক্তরা একটা জিনিস বুঝে ফেলেছিল।

কেউ তাদের বাঁচাতে আসবে না।

কেউ তাদের হাতে নিখুঁত মুহূর্তটা তুলে দেবে না।

কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে সার্টিফিকেট দেবে না যে তারা তৈরি।

তাই তারা শুরু করেছিল।

ব্যস, এটুকুই।

সময়ের সঙ্গে বুঝেছি, প্রায় সব বড় রূপান্তরই শুরু হয় অসম্পূর্ণ ভঙ্গিতে।

একটা দ্বিধাগ্রস্ত প্রথম পদক্ষেপ।

একটা ফোন কল।

একটা যাত্রা।

একটা সই।

এমন একটা সিদ্ধান্ত, যেটাকে মনে হয় সিদ্ধান্ত-নেওয়া মানুষটার চেয়েও বড়।

সাহসকে প্রায়ই ভয়ের অনুপস্থিতি বলে বর্ণনা করা হয়।

এটা বাজে কথা।

সাহস মানে এগিয়ে যাওয়া, যখন ভয় তোমার পাশে পাশে হেঁটেই চলেছে।

জেনেও যে সে মিলিয়ে যাবে না।

জেনেও যে সে শব্দ করবে।

জেনেও যে সে তোমাকে ফিরে যেতে রাজি করাতে চাইবে।

তবু এগিয়ে যাওয়া।

আজ আমরা যা সুসংগত এক গতিপথ বলে দেখি, ঘটার মুহূর্তে তা ছিল ভঙ্গুর কিছু পছন্দের সারি।

বহুবার আমার নিশ্চয়তা ছিল না যে আমি ঠিক কাজটা করছি।

আমার শুধু নিশ্চয়তা ছিল যে কিছু না করাটাই ভুল কাজ।

তফাতটা সূক্ষ্ম, কিন্তু নির্ণায়ক।

জীবন সবসময় জয়ীদের পুরস্কার দেয় না।

প্রায়ই সে পুরস্কার দেয় তাদের, যারা পথে নামে।

যারা চেষ্টা করে।

যারা সাহস করে।

যারা দরজাটা পেরোয়।

কারণ প্রতিটি অভিজ্ঞতা আরেকটি অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়।

প্রতিটি পদক্ষেপ নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে।

প্রতিটি নড়াচড়া নতুন সাক্ষাৎ ঘটায়।

অথচ স্থির হয়ে থাকলে তৈরি হয় শুধুই স্থবিরতা।

আজ অনেকে অনুপ্রেরণা খোঁজে।

আমি খুঁজি একটা দিক।

অনুপ্রেরণা বদলায়।

দিক থেকে যায়।

সবসময়ই এমন লোক থাকবে, যারা তোমাকে বুঝিয়ে দিতে তৈরি, কেন কিছু একটা অসম্ভব।

কেন এটা সময় নয়।

কেন তুমি তৈরি নও।

কেন তোমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই।

কেন ঝুঁকিটা বড় বেশি।

তাদের কথা শোনো।

তারপর নিজেই সিদ্ধান্ত নাও।

কারণ শেষমেশ তাদের কেউ তোমার জীবন যাপন করবে না।

তাদের কেউ তোমার ত্যাগের ভার বইবে না।

তাদের কেউ তোমার হয়ে সময় পেরোবে না।

সে কাজ শুধু তোমারই।

সময় যদি আমাকে একটা শিক্ষা দিয়ে থাকে, তা এই।

যে সুযোগগুলো আমার অস্তিত্ব বদলে দিয়েছে, সেগুলো কোনো অনুমতিপত্র নিয়ে আসেনি।

তাদের গায়ে কোনো সিলমোহর ছিল না।

তাদের গায়ে কোনো সার্টিফিকেট ছিল না।

তাদের গায়ে কোনো গ্যারান্টি ছিল না।

তারা এনেছিল শুধু একটা প্রশ্ন।

“তুমি ঢুকতে চাও, নাকি বাইরে থাকতে চাও?”

প্রতিবারই আমি ভয় পেয়েছি।

প্রতিবারই আমি দ্বিধা করেছি।

প্রতিবারই আমি একই জিনিস বুঝেছি।

কেউ আমাকে অনুমতি দেবে না।

তাই দরজাটা আমি নিজেই খুলেছি।

আর সেখান থেকেই গল্পটা হাঁটতে থাকল।